SUNDARBAN COALITION
সুন্দরবন কোয়ালিশন

পরিচালন নীতিমালা

পরিচালনা পর্ষদ এর ২য় সভায় অনুমোদিত
তারিখ: ৬-৭ জুন ২০২৩

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে উপকূলীয় এলাকার জেলাগুলি প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে থাকে। এ সমস্ত দূর্যোগে এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী একটি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে একটু সোজা হয়ে দাড়ানোর আগেই আরেকটি দুর্যোগ আঘাত হাতে। গত ৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় ২০১৯ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭ (সাতটি) ঘূর্ণিঝড় এ এলাকায় আঘাত হেনেছে। সর্বশেষ গত ২৩-২৪ অক্টোবর ২০২২ এ সিত্রাং উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে। এর আগে ২০২১ সালের ৩-৬ ডিসেম্বর জাওয়াদ, একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর শাহীন এবং গুলাব, মে ২৪-২৭, ২০২১ ইয়াস, মে ১৫-২১, ২০২০ আমফান, অক্টোবর ২৮-- নভেম্বর ১১, ২০১৯ সময়ে বুলবুল: মাতমো, এবং ফনি নামক ঘূর্ণিঝড়টি ২০১৯ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত সময়ে উপকূলীয় এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান, দেশের অন্যান্য এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের তুলনায় পশ্চাদপদ। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং ফসলী জমিতে বাঁধ দিয়ে লোনা পানি উঠিয়ে চিংড়ী চাষ, বন্যা/জলোচ্ছাস এর পানি নিয়ন্ত্রন বাঁধ কেটে পানি উঠানো ইত্যাদি বিষয়গুলো উপকূলীয় এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। এখানকার দরিদ্র, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সরকারী/বেসরকারী/ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে রয়েছে যথেষ্ট বৈষম্য। প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহিত পদক্ষেপ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বন্যা জলোচ্ছাসে যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হবার কারণে এলাকার মানুষের বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রবীন জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা বিঘ্নিত হচ্ছে। উপযুক্ত কর্মসংস্থনের অভাবে যুব সম্প্রদায় হয়ে পড়ছে বেকার। অন্যদিকে যে কোন দুর্যোগে স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান এবং যুব সম্প্রদায় সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসলেও তাদের রয়েছে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা।

উপকূীয় এলাকার বিপদাপন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এ সমস্ত সমস্যার কথাকে আমলে এনে একটি টেকশই এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনগোষ্ঠী বিনির্মানে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনসম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে সুন্দরবন অধ্যুষিত উপকূলীয় এলাকায় একটি সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই কোয়ালিশন গঠন করা হয়েছে। যাতে করে স্থানীয় কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে একটি ব্যয় সাশ্রয়ী মডেল তৈরি এবং সম্প্রসারিত করা ।

এ কোয়ালিশন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক হিসেবে কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করবে।

২. নাম:

বাংলায়: সুন্দরবন কোয়ালিশন

ইংরেজীতে: SUNDARBAN COALITION

৩. লোগো:

SUNDARBAN COALITION
সুন্দরবন কোয়ালিশন

৪. লক্ষ্য:

স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে উপকুলীয় মানুষের রেজিলেন্স বৃদ্ধি করা।

৫. উদ্দেশ্য:

ক) স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন।
খ) লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়ন।
গ) এইড লোকালাইজেশানে সাশ্রয়ী ও কার্যকর মডেল তৈরি।

৬. কৌশল:

ক) স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জোট গঠন।
খ) স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান সমুহের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।
গ) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গনতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি।
ঘ) বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন।

৭. শাসন কাঠামো:

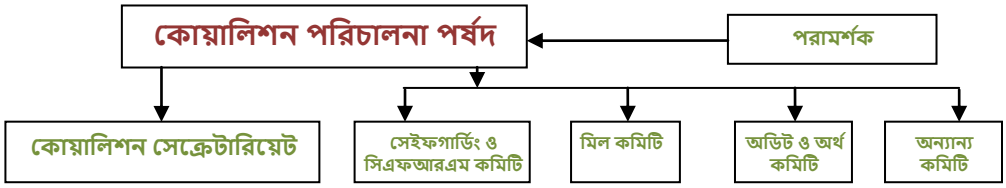

৮. কোয়ালিশান পরিচালনা পর্ষদ: (Coalition Governance Council)

১৬ টি সংগঠনের মনোনীত ১৬ জন প্রতিনিধি এবং কোয়ালিশন এর ম্যানেজার সহ ১৭ সদস্যের একটি কোয়ালিশন পরিচালনা পর্ষদ বা গভারনেন্স কাউন্সিল গঠিত হবে। ১৭ সদস্যের এই পর্ষদ কোয়ালিশনের একমাত্র এবং সর্বোচ্চ পর্ষদ বলে বিবেচিত হবে। কোয়ালিশন এর ম্যানেজার পদাধিকার বলে এই পর্ষদের সদস্য সচিব থাকবেন। কোয়ালিশন ম্যানেজার বা সদস্য সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

৯. কোয়ালিশন পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ও পদবী:

৯.১ সদস্য: প্রতিটি সদস্য সংস্থার নির্বাহী প্রধান অথবা তার সংস্থার অনুমোদিত ও লিখিতভাবে প্রস্তাবিত উপযুক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে ষোল সদস্যের এই পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হবেন।

৯.২ পদবী: সভাপতি ১ জন, সদস্য সচিব ১ জন এবং সদস্য ১৫ জন। সভায় একজনের প্রস্তাবে এবং সকলের সমর্থনে ঐ সভার জন্য একজন সভাপতি হিসেবে মনোনীত হবেন। কোয়ালিশন ম্যানেজার পদাধিকার বলে সভার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.৩ কোরাম:

যে কোন সভায় মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অর্থাৎ নুন্যতম ১১ জন উপস্থিত হলে কোরাম হবে।

৯.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহন:

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং ঐক্যমত ভিত্তিকহবে।

ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই ঐক্যমতে পৌছাতে না পারলে ভোট হবে এবং সেক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কোন অবস্থায় যদি সমান সমান ভোট হয় সেক্ষেত্রে সভাপতি কাস্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কোরাম অবশ্যই পূরণ হতে হবে।

ঙ) সিদ্ধান্ত গ্রহনে যুক্তিযুক্ত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১০. মিটিং সংক্রান্ত:

ক) প্রতি তিনমাসে নুন্যতম ১ টি পরিচালনা পর্ষদ মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। এ মিটিংগুলি অনলাইনে বা সরাসরি উপস্থিত থেকে হতে পারে। তবে ৬ মাসে নুন্যতম একটি সরাসরি/ইনপার্সন মিটিং করা হবে।

খ) বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত মিটিং করা যাবে যা সাধারণ মিটিং এর সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

গ) সেক্রেটারিয়েট সকল মিটিং আয়োজন, আমন্ত্রন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবে।

ঘ) সভার আগে আলোচ্যসূচী ঠিক করে সকলের সাথে শেয়ার করে নিয়ে আমন্ত্রন পত্র, ইমেইল, হোয়াটসএ্যাপ গ্রুপ কিংবা এসএমএস এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে। সেক্রেটারিয়েট এ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ) সভার রেজুলেশন লেখা, নোট নেয়া, কার্যক্রম এর অগ্রতিতি, আর্থিক হিসাব, ঝুঁকি নিরূপন, হুমকি সমুহ বিষয়ে প্রতিবেদন; এজাতীয় সকল দায়িত্ব কোয়ালিশন সেক্রেটারিয়েট পালন করবে এবং সর্বোচ্চ ৫ কার্য দিবসের মধ্যে মিটিং রেজুলেশন সকল সদস্যের সাথে শেয়ার করবে।

চ) প্রতি মিটিং এ উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একজন সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। পরিচালনা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য চক্রাকারে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কোয়ালিশন ম্যানেজার সভায় সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য যে, পূর্নচক্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তি দ্বিতীয় বার সভাপতির জন্য নির্বাচিত হবেন না অথবা তাকে নির্বাচিত করার জন্য প্রস্তাবনা দেয়া যাবে না।

১১. নুতন সদস্য অন্তর্ভূক্তি বা সদস্যপদ বাতিলঃ

ক) উপযুক্ত কারন (যেমন এলাকায় দুর্যোগ দেখা দেয়া, দাতা সংস্থার সাথে মিটিং বা ভিজিট, হঠাৎ করে শারিরীক অসুস্থতা, নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ইত্যাদি কারন) প্রদর্শন ব্যাতিরেকে কোন পূর্ব অনুমতি (পূর্ববর্তী সভার সভাপতির নিকট থেকে অনুমতি এবং সেক্রেটারিয়েটকে লিখিত বা ই মেইল মারফত অবহিত করা) ছাড়াই পর-পর তিনটি পরিচালনা পর্ষদ মিটিংএ অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী মিটিংয়ে আলোচনাক্রমে তার সদস্য পদ বাতিল হবে।

খ) কোয়ালিশনের গঠণতন্ত্র পরিপন্থী কাজ করা বা হোস্ট সংস্থার নীতিমালা পরিপন্থী (আর্থিক দুর্নীতি, সেইফগার্ডিং ইস্যু, মানব পাচার, মুদ্রা পাচার, জঙ্গী সম্পৃক্ততা, নারী, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি বা শিশু নির্যাতন) কোন লিখিত অভিযোগ সেক্রেটারিয়েট এর কাছে আসলে ঐ সংস্থাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ৭ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্য সংস্থা উক্ত পত্রের উত্তর দিবেন। তা না দিলে অথবা পরিচালনা পর্ষদ কারণ দর্শানোর উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে, এ বিষয়ে ৩/৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি

গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করতে হবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হলে পরিচালনা পর্ষদ পরবর্তী সভায় আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সদস্য সংস্থার প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে বা সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে। অভিযোগ গুরুতর হলে তদন্তকালীন সময়ে কোয়ালিশনের আওতায় সংস্থার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা যেতে পারে।

গ) কোয়ালিশনের পরিধি সম্প্রসারন বা সংকোচনের (অর্থাৎ সদস্য বৃদ্ধি বা কমানোর) ব্যাপারে সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

ঘ) নুতন সদস্য নেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি, সেইফগার্ডিং ইস্যু, মানব পাচার, মুদ্রা পাচার, জঙ্গী সম্পৃক্ততা, নারী বা শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত কোন অভিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

১২. কোয়ালিশন পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা:–

ক) সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ এই কোয়ালিশনের একমাত্র এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

খ) কোয়ালিশনের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অর্জনে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সভায় সদস্যগন তা মূল্যায়ণ করবেন।

গ) কোন কার্যক্রম কোয়ালিশনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর পরিপন্থী- এই মর্মে গৃহীত প্রস্তাবনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য যথাপযোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবেন।

ঘ) পরিচালনা পর্ষদ গঠণতন্ত্রের অনুমোদন, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন করতে পারবেন।

ঙ) কোয়ালিশনের উন্নয়ন, কর্মসূচী বাস্তবায়ন, ফান্ডরেইজিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

চ) কোয়ালিশন সদস্য সংস্থার আন্ত বিরোধ নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ছ) কোয়ালিশন এর কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারে কাজ করা।

জ) সেক্রেটারিয়েটকে পরামর্শ প্রদান করা।

ঝ) বিভিন্ন নীতিমালা প্রনয়নে পদক্ষেপ নেয়া। পরিচালনা পর্ষদ কোয়ালিশন এর পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারনী ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।

ঞ) বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও তার কার্যবিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা করা। ওয়ার্কিং গ্রুপ/কমিটি সমুহের কাজের অগ্রগতি তদারকী করা। ওয়ার্কিং কমিটির কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদন দেয়া।

ট) নিয়মিত মিটিং করা। কোয়ালিশন উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

ঠ) পরামর্শক দ্বয়ের কোন লিখিত মন্তব্য, পরামর্শ বা শুপারিশ থাকলে পরিচালনা পর্ষদ পরবর্তী সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সেটা গ্রহণ বা বর্জন করবেন।

ড) হোষ্ট এর দায়িত্ব কে পালন করবে, সে বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বাৎসরিক সভায় আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

১৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা:–

ক) নির্বাচিত হোস্ট সংস্থা কোয়ালিশনের তহবিল সংরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

খ) হোস্ট সংস্থা কোয়ালিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব রক্ষনের দায়িত্ব পালন করবে।

গ) সকল সদস্য সংস্থা কোয়ালিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব রক্ষনের জন্য মেন্টরিং সংস্থা এবং হোস্ট সংস্থাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে।

ঘ) কোয়ালিশনের সকল বিল ভাউচার এবং আর্থিক দলিলাদি নীতিমালা অনুযায়ী হোস্ট সংস্থা সংরক্ষন করবে।

ঙ) তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্ষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চ) বাৎসরিক আগাম বাজেট অনুমোদন; আয়-ব্যয়ের চুড়ান্ত হিসাব অনুমোদন করা। গৃহীত যৌথ কর্মসূচী ও প্রতিবেদনের চুড়ান্ত অনুমোদন দেয়া।

ছ) সুন্দরবন কোয়ালিশনের সকল আর্থিক লেনদেন প্রকল্প বছরে একবার এনজিওব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিট ফার্মের মাধ্যমে অডিট করা হবে। অডিট এর ToR তৈরি এবং তা পরিচালনা পর্ষদ/ অডিট কমিটি থেকে অনুমোদন করানো সেক্রেটারিয়েট এর দায়িত্ব।

১৪. পরামর্শক:

ক) পরিচালনা পর্ষদের সভায় এলসিএ এবং স্টার্ট ফান্ড এর একজন করে প্রতিনিধি ইচ্ছা করলে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবে পারবেন।

খ) জরুরী প্রয়োজনে পরিচালনা পর্ষদের সভার আলোচনায় অংশগ্রহন করবেন।

গ) পরিচালনা পর্ষদের মিটিং সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা তারা মিটিং এর ১০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সেক্রেটারিয়েট কে জানাবেন।

১৫. বিভিন্ন কমিটির দায় কর্তব্য:

১৫.১ সেইফগার্ডিং ও সিআরএম কমিটি:

ক) এই কমিটি দুইজন নারী এবং ১ জন পুরুষ সহ মোট ০৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। পরিচালনা পর্ষদ এই কমিটি গঠণ, সদস্য নির্বাচন এবং সদস্য পরিবর্তন এবং অনুমোদন করবে।

খ) কোয়ালিশনে আর্থিক দুর্নীতি, জেন্ডার সহিংসতা, হয়রানি, যৌন হয়রানি, শিশু সুরক্ষা, নারী নির্যাতন, SEA, মানি লন্ডারিং, ট্রাফিকিং, জঙ্গী অর্থায়ন, জঙ্গী সম্পৃক্ততা প্রতিরোধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপনের পদক্ষেপ নেবে।

গ) অভিযোগ সাড়াদান পদ্ধতি স্থাপন এবং কার্যকর করণে পদক্ষেপ নেবে।

ঘ) বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ, সাড়াদান এবং রেফারেলের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিস্টার রক্ষনাবেক্ষন করবেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫.২ মনিটরিং, ইভাল্যুয়েশান, একউন্টিবিলিটি এন্ড লার্ণিং (এমইএএল) কমিটি:

ক) এই কমিটি মোট ০৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। পরিচালনা পর্ষদ এই কমিটি গঠণ, সদস্য নির্বাচন এবং সদস্য পরিবর্তন এবং অনুমোদন করবে।

খ) মিল টুলস ও মেথডলজি তৈরি ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেবে।

গ) মনিটরিং ও মুল্যায়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পরামর্শ প্রদান করবে এবং পদক্ষেপ নেবে।

ঘ) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ে কোয়ালিশনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে।

১৫.৩ অডিট ও ফাইন্যান্স কমিটি:

ক) এই কমিটি মোট ০৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। পরিচালনা পর্ষদ এই কমিটি গঠণ, সদস্য নির্বাচন এবং সদস্য পরিবর্তন এবং অনুমোদন করবে।

খ) এই কমিটি সকল আর্থিক বিষয়ে তদারকী, পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা দিবে।

গ) এছাড়াও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন এবং বিশ্লেষণ করবে এবং সে অনুযায়ী দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

ঘ) প্রয়োজনে অডিটর নিয়োগ বা নির্বাচনে সহায়তা করবে।

১৫.৫ অন্যান্য কমিটি:

কোয়ালিশন প্রয়োজনে অন্যান্য যে কোন বিষয়ে কমিটি গঠন করবে এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করবে।

১৬. হোষ্ট সংস্থার দায়িত্ব কর্তব্য:

খ) হোষ্ট এর দায়িত্ব কে পালন করবে সে বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের বাৎসরিক সভায় আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

গ) সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরণ হোস্ট সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। পরবর্তীতে পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তে এটি পরিবর্তিত হতে পারে।

ঘ) কোয়ালিশানের সকল ফান্ড ম্যানেজমেণ্টের দায়িত্ব ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হোষ্ট সংস্থা দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ) হোস্ট সংস্থা কোয়ালিশনের তহবিল সংরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

চ) হোস্ট সংস্থা কোয়ালিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব রক্ষনের দায়িত্ব পালন করবে।

ছ) হোস্ট সংস্থা কোয়ালিশনের সকল বিল ভাউচার এবং আর্থিক দলিলাদি মান সম্পন্ন নীতিমালা ও স্থানীয় আইন অনুযায়ী সংরক্ষন করবে।

জ) বিদেশী দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদানের জন্য যথা সময়ে এনজিও ব্যুরো থেকে অনুমোদন প্রাপ্তি ও এনজিও ব্যুরোতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিলের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া;

ঝ) কোয়ালিশান সেক্রেটারিয়েট পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা করবে।

ঞ) সুন্দরবন কোয়ালিশনের স্বার্থ বা সুনাম ক্ষুন্য হয় এমন ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকবে।

১৭. মেন্টরিং সংস্থার দায়িত্ব কর্তব্য:

ক) সকলের মধ্যে থেকে বেস্ট প্রাক্টিসগুলো বের করে এবং তা শেয়ার করা ।

খ) সিএসওগুলোর উন্নয়য়নের দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং সাপোর্ট দেয়া।

গ) সিএসওগুলোকে বিভিন্নি ইস্যুতে পরামর্শ দেয়া।

ঘ) প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

ঙ) কোয়ালিশানের সাসটেইনিবিলিটি নিশ্চিতকরণে সরকার, উন্নয়ন অংশীদার, সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের (সিএসও) সাথে লিংকেজ করা

চ) নিজস্ব নীতিমালা এবং সেক্রেটারিয়েট এর চাহিদা ও নির্দেশনা অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব রক্ষন ও ভাউচিং করা।

ছ) নির্ধারিত সময়ে সঠিক ও নির্ভূল প্রতিবেদন সরবরাহ করা।

জ) সিবিও/সিএসও কে বিভিন্ন দক্ষতা (সংগঠন উন্নয়ন, রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশন, এডভোকেসী, ফ্যাসিলিটেশন ইত্যাদি) বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ঝ) প্রকল্প বছর শেষে স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়ণপত্র সংগ্রহ করা।

ঞ) সুন্দরবন কোয়ালিশনের স্বার্থ বা সুনাম ক্ষুন্য হয় এমন ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা।

১৮. সিএসও/সিবিও দায়িত্ব কর্তব্য:

ক) স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক রক্ষা করা।

খ) মেন্টরিং সংস্থার সাথে সমন্বয় করে জয়েন্ট একশন প্লান তৈরি ও বাস্তবায়নে কাযকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং গভার্নেন্স কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পালন বা বাস্তবায়ন করা

গ) সময়মতো কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত সময়ে নির্ভূল প্রোগ্রাম আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও সাবমিট করা।

ঘ) নিজস্ব মান সম্মত নীতিমালা থাকলে সেই অনুযায়ী এবং তা না থাকলে হোষ্ট সংস্থার/কোয়ালিশনের নীতিমালা অনুযায়ী বিলভাউচার করা।

ঙ) প্রকল্পের বিভিন্ন ভাল ও খারাপ দিক ডকুমেন্ট করা।

চ) নিজ সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করা। কোয়ালিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী যদি কোন জরুরী নীতিমালা না থাকে সেক্ষেত্রে হোষ্ট সংস্থার নীতিমালা ফলো করা।

ছ) কোয়ালিশনের কাযক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন ফোরামে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা।

জ) হোষ্ট সংস্থা এবং মেন্টরিং সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করা।

ঝ) প্রকল্প বছর শেষে স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়ণপত্র সংগ্রহে সহায়তা করা।

ঞ) সুন্দরবন কোয়ালিশনের স্বার্থ বা সুনাম ক্ষুন্য হয় এমন ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা

১৯. সেক্রেটারিয়েট এর দায়িত্ব কর্তব্য:

ক) কোয়ালিশান পরিচালনায় সেক্রেটারিয়েট এবং সিএসওর নীতিমালা সংক্রান্ত সকল কম্প্লায়েন্স নিশ্চিত করবে।

খ) বিভিন্ন পরিচালনা পদ্ধতি ও গাইডলাইন তৈরি করা।

গ) কোন সভায় কোয়ালিশানের স্বার্থ বা উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়, সেক্রেটারিয়েট তা সদস্যদের মাঝে উপস্থাপন করবে।

ঘ) সেক্রেটারিয়েট কোয়ালিশনের সকল মিটিং আয়োজন, আমন্ত্রন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ) সভার আগে আলোচ্য সূচী ঠিক করে সকলের সাথে শেয়ার করে নিয়ে আমন্ত্রন পত্র, ইমেইল, হোয়াটসএ্যপ গ্রুপ কিংবা এসএমএস এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে। সেক্রেটারিয়েট এ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবে।

চ) সভার রেজুলেশন লেখা, নোট নেয়া, কার্যক্রম এর অগ্রগতি, আর্থিক হিসাব, বাস্তবায়নে ঝুঁকি/ হুমকি সমুহ বিষয়ে প্রতিবেদন; এ জাতীয় সকল দায়িত্ব কোয়ালিশন সেক্রেটারিয়েট পালন করবে। সর্বোচ্চ ৫ দিনের মধ্যে মিটিং রেজুলেশন সকল সদস্যের সাথে শেয়ার করবে।

ছ) সাধারন সভায় কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন হলে তা নিশ্চিত করা।

জ) মেন্টরিং সংস্থার মাধ্যমে সদস্য সংস্থার কার্যক্রমের ফিনান্সিয়াল এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রনয়ন করে তা সকল সদস্য সংস্থার সাথে শেয়ার করা এবং চূড়ান্ত করা।

ঝ) কোন সদস্য সংস্থার মাধ্যমে সুন্দরবন কোয়ালিশনের সুনাম, স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ বা সেইফগার্ডিং নীতিমালা লঙ্ঘনের তথ্য পেলে সাথে সাথে তা গভর্নিং কাউন্সিলকে অবহিত করা।

ঞ) সদস্য সংস্থার মাঝে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজেট অনুযায়ী অর্থ প্রেরনের জন্য হোস্ট সংস্থাকে তাগিদ দেয়া।

২০. কোয়ালিশানের বিলুপ্তি:–

যদি কোন কারণে কোয়ালিশান এর অবসায়ন বা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন হয় তবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

ক) কোয়ালিশানের বিলুপ্তি বা অবসায়ন করতে হলে পরিচালনা পর্ষদের একটি জরুরি সাধারণ সভার আহ্বান করতে হবে (ইন পার্সন)।

খ) সভায় সদস্যের উপস্থিতিতে এবং দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে বিলুপ্তি প্রস্তাব গৃহিত ও অনুমোদিত হতে হবে।

গ) বিলুপ্তি প্রস্তাব গৃহিত হলে সেটি সেক্রেটারিয়েট লিখিতভাবে সকল সদস্য সংস্থা, প্রশাসন (যে সমস্ত এলাকায় কোয়ালিশানের কার্যক্রম চলমান) এবং অনুদান প্রদানকারী (চলমান) সংস্থাকে জানাবেন।

ঘ) বিলুপ্তিকালে কোয়ালিশানের সমস্ত দায় দেনা পরিশোধান্তে কোয়ালিশনের কোন সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকলে তা সমতুল্য উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোন সংগঠনের মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে। তবে সুন্দরবন কোয়ালিশানের কোন সদস্য সংস্থার মধ্যে বন্টন করা যাবে না।

ঙ) পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবার ৩ মাসের মধ্যে কোয়ালিশান সেক্রেটারিয়েট এর দায় দেনা পরিশোধ সাপেক্ষে কোয়ালিশনের বিলুপ্তি বা অবসায়ন করা হবে।

সমাপ্ত